بسم الله الرحمن الرحيم

হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষন হালাকা

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Sisters' Forum In Islam

Sisters' Forum In Islam

হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষন হালাকার পরিকল্পনাঃ

৩য় হালাকাঃ

* উমরাহর বিস্তারিত বিষয় সমূহ

আরবি : عُمْرَةٌঅর্থ ' জনবহুল স্থান পরিদর্শন করা, যিয়ারত তথা দেখা করা, সাক্ষাৎ করা।
উমরাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত; যার অর্থ কোনো স্থানের যিয়ারত করা।
ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বছরের যে কোনো সময় মসজিদুল হারামে গমন করে নির্দিষ্ট(ইহরাম,তাওয়াফ,সাঈ, চুল মুন্ডন/কাটা) কিছু কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাকে উমরাহ বলা হয়।

উমরাহ-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ১৯৬ : ২
আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরাহ পূর্ণভাবে সম্পাদন কর। সূরা আল বাকারা:১৯৬

- আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘উমরাহ; এক উমরাহ থেকে পরবর্তী উমরাহর মধ্যবর্তী সময়ে যা কিছু পাপ (সগীরা) কাজ ঘটবে তার জন্য কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত করে)’’। সহীহ বুখারীঃ ১৬৫০

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনদশায় ৪ বার উমরাহ করেছেন।মিশকাত, হাদীস নং ২৫১৮

- আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘নিশ্চয় রমযান মাসের উমরাহ একটি হজের সমান’’। মিশকাতঃ ২৫০৯
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘রমযান মাসে উমরাহ পালন করা -আমার সাথে হজ করার ন্যায়’’। সহীহ বুখারীঃ ১৮৬৩; সহীহ মুসলিমঃ ২৫৬ ও ৩০৩৯

উমরাহ

অনেকে শুধু উমরা করতেও মক্কায় সফর করে থাকেন বছরের অন্যান্য সময়ে। হজ্জের উদ্দেশ্যে যাবার পরও উমরা করতে হয়।

মহান আল্লাহতা'আলার সন্তুষ্টি ও রাসূল(সঃ) এর দেখানো নিয়মে সব কাজ করতে হবে, তবেই সেই কাজ আমলে সালেহ এর মাঝে গন্য হবে ইনশা'আলাহ।

উমরার জন্য ফরয কাজ তিনটি---

১। নিয়্যত অন্তরে রাখা।(মুখে উচচারন করে করা- আল্লাহুম্মা লাব্বায়িকা উমরাতান/ লাব্বায়িকা উমরাতান সুন্নাত/মুস্তাহাব)

২। কা'বা ঘরের তাওয়াফ করা।

৩। সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা।

উমরার জন্য ওয়াজিব কাজ দুইটি---

১। মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা

২। হালাক বা তাকসীর অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে পুরুষরা মাথা নেড়া বা চুল ছোট করা এবং মহিলাদের জন্য চুলের গোছার শেষাংশ থেকে আংগুলের মাথার শেষ গিট(এক আংগুল) পরিমান চুল কাটতে হবে বা সমগ্র চুল একত্র করে ঐ পরিমান কাটতে হবে।

ফরয	ওয়াজিব	সুন্নাত
ইহরাম করা	মীকাত থেকে ইহরাম করা	হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা
তাওয়াফ করা	কসর/হলক্ব করা	পুরুষদের ওপর সুন্নাত হচ্ছে এ তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করা
সাঈ করা		পুরুষদের জন্য সুন্নাত হচ্ছে এ তাওয়াফের সব কয়টি চক্করে ইদতিবা করা
		ইয়েমেনী কোণ স্পর্শ করা
		• তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকাত সালাত মুস্তাহাব • যমযমের পানি পান সুন্নাত

মীকাত

মীকাত হলো সীমা।কাবা শরীফ গমনকারীদেরকে কাবা হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বে থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়, যে স্থানগুলো নবীজির হাদীস দ্বারা নির্ধারিত আছে। ঐ জায়গাগুলোকে মীকাত বলা হয়। হারাম শরীফের চর্তুদিকেই মীকাত রয়েছে।

মীকাত দুই ধরনের (১) মীকাতে যামানী (সময়ের মীকাত) (২) মীকাতে মাকানী (স্থানের মীকাত)।

হজের মীকাতের সময় হলো ৩টি মাস; শাওয়াল, জিলক্বদ ও যিলহজ মাস। তবে কিছু আলেমের মতে এটি ১০ যিলহজ পর্যন্ত। উমরাহর মীকাতের সময় হলো বছরের যে কোনো সময়।

মীকাতের জন্য ৫টি নির্ধারিত স্থান রয়েছে

হজ্জের জন্য মীক্বাতের স্থান সমূহ হচ্ছে পাঁচটিঃ ১) যুল হুলায়ফা ২) জুহ্ফা ৩) ইয়ালামলাম ৪) কারণে মানাযেল ৫) যাতু ঈরক্ব।

মীকাত এর নাম	পরিচিত আরেক নাম	মক্কা থেকে দূরত্ব	যাদের জন্য
যুল হুলায়ফা	আবা'রে আলী	৪২০ কিমি	মদীনাবাসী ও যারা এ পথ দিয়ে যাবেন।
আল জুহফাহ	রাবিগ	১৮৬ কি.মি.	সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ফিলিস্তিন, মিশর, সুদান, মরক্কো ও সমগ্র আফ্রিকা।
ইয়ালামলাম	আস-সা'দিয়া	১২০ কি.মি	যারা নৌপথে ইয়েমেন, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে আসবেন।
কারনুল মানাযিল	সাইলুল কাবির	৭৮ কি.মি.	কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান, ইরাক ও ইরান। আর যারা বাংলাদেশ থেকে আকাশ পথে জিদ্দা যাবেন তাদের জন্যও এটি মীক্বাত।
যাতু ইরক		১০০ কি.মি	ইরাক (আজকাল পরিত্যাক্ত)

যারা মীকাতের সীমানার অভ্যন্তরে বসবাস করেন তাদের অবস্থানের জায়গাটাই হল তাদের মীকাত। অর্থাৎ যে যেখানে আছেন সেখান থেকেই হজের ইহরাম করবেন। তবে মক্কার হারাম এলাকার ভেতরে বসবাসকারী ব্যক্তি যদি উমরাহ করতে চান তা হলে তাকে হারাম এলাকার বাইরে গিয়ে যেমন তান‘ঈম তথা আয়েশা মসজিদ বা অনুরূপ কোনো হালাল এলাকায় গিয়ে ইহরাম করবেন।

প্রশ্ন: ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করার হুকুম

উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি। পর সমাচার:

আলহামদুলিল্লাহ।

মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা হজ্ব ও উমরার ওয়াজিব। অতএব যে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরা করতে চায় সে ব্যক্তি স্থল, জল বা আকাশ যে পথে আগমন করুক না কেন তার জন্য ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নেই।

শাইখ উছাইমীনকে ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: যে ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করেছে তার দুইটি অবস্থা হতে পারে।

এক. সে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরা পালনেচ্ছু ব্যক্তি হবে; সেক্ষেত্রে মীকাতে ফিরে যাওয়া তার উপর আবশ্যক। কারণ সেতো হজ্ব বা উমরা করতে চাচ্ছে। যদি সে মীকাতে ফিরে না যায় তাহলে সে একটি ওয়াজিব বর্জন করল। আলেমদের মতে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে। তথা মক্কাতে একটি পশু যবেহ করে সেখানকার ফকীরদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। আর যে ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করেছে কিন্তু সে হজ্ব বা উমরা পালনেচ্ছু নয় তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। তার অবস্থানের সময় দীর্ঘ হোক অথবা সংক্ষিপ্ত হোক। যদি আমরা তার উপর মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা আবশ্যক করি তাহলে তো হজ্ব বা উমরা তার উপর একাধিকবার আদায় করা ফরজ হয়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে- হজ্ব জীবনে একবারের বেশি ফরজ নয়। একবারের বেশি যে আদায় করবে সেটা নফল। যে ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করেছে তার ব্যাপারে আলেমদের মতামতের মধ্যে এই মতটি সবচেয়ে অগ্রগণ্য। অর্থাৎ যদি হজ্ব বা উমরা পালনেচ্ছু না হয় তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না এবং তাকে মীকাত হতে ইহরাম বাঁধতে হবে না।" [ফিকহুল ইবাদাত; পৃষ্ঠা-২৮৩ ও ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম; পৃষ্ঠা- ৫১৩] এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় বিমান থেকে অবতরণ করার পর মীকাতে ফিরে যাওয়া আপনার উপর ওয়াজিব। যদি আপনি মীকাতে ফিরে না যান এবং মীকাত অতিক্রম করার পর ইহরাম বেঁধে থাকেন তাহলে আলেমদের অগ্রগণ্য মত হলো- একটি ছাগল যবেহ করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া। আল্লাহই ভাল জানেন।

সূত্র:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

ইহরাম

উমরার সংজ্ঞা: উমরা হচ্ছে কয়েকটি কাজের নাম। যেমন- ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফ, সাঈ এবং মাথা মুণ্ডন কিংবা চুল ছোট করা।

ইহরাম শব্দের অর্থ হারাম বা নিষিদ্ধ করা। হজ্জ ও উমরাহকারী ব্যক্তিকে ইহরাম অবস্থা ধারন করতে হলে মীকাত থেকে বা মীকাত অতিক্রম করার পূর্বে কিছু কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

ইহরামের সংজ্ঞা: আর ইহরাম হলো হাজ্জ বা উমরার ইবাদাতে প্রবেশ করা এবং তা পালন করার নিয়্যাত (অন্তরের সংকল্প) করা।

ইহরামের ৩টি শর্ত

১। মীকাত থেকে ইহরাম করা

২। পুরুষদের জন্য সেলাইবিহীন কাপড় পড়া

৩। তালবিয়্যা পড়া(ইহরাম শুরু করার পর পরই) তবে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে,অনেকের মতে এটা সুন্নাত।

ইহরাম বাঁধার জন্য করনীয় প্রস্তুতি, তা হলো:

- নখ কাঁটা
- বগল ও নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করা, গোঁফ ছোট করা.এ কাজগুলো করা মুস্তাহাব।
- গোসল করা বা অযু করা, পরিচ্ছন্ন হওয়া। তবে গোসল করাই উত্তম সুন্নাহ।
- পুরুষেরা শরীরে সুগন্ধী লাগানো সুন্নত কিন্তু এহরামের কাপড়ে লাগাবেন না।পুরুষরা ইহরামের কাপড় পড়ার আগে চুলে তেল দিতে পারেন এবং শরীরে, মাথায় ও দাঁড়িতে সুগন্ধী ব্যবহার করতে পারেন; তবে ইহরাম বাঁধার পর পারবেন না। মেয়েরা সুগন্ধি লাগাবে না।
- পুরুষদের জন্য সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরিধান করবেন । সেলাইবিহীন চাদরের মত দুটুকরো কাপড় একটি নিচে পড়বেন এবং অন্যটি গায়ে পড়বেন। টুপি, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া পড়বেন না।

কিন্তু মেয়েদের জন্য যেমন ইচ্ছা কাপড় পরিধান করতে পারেন তবে চাকচিক্য, ফিতনা সৃষ্টিকারী পোষাক যেন না হয়। যেহেতু পুরুষরা সাদা কাপড় পরিধান করেন তাই ভীরের মাঝে মহিলা হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করার জন্য সাদা ছাড়া অন্য রঙের কাপড় পড়লে ভালো।

হাত মোজা থাকবেনা, মুখের নেকাব(যা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা হয়) খোলা থাকবে তবে ওড়না বা কাপড়ের কিছু অংশ দ্বারা প্রয়োজনে পর-পুরুষ থেকে পর্দার জন্য ব্যবহার করবে। পা মোজা পড়তে পারবেন।

- পুরুষদের পায়ের গোড়ালি ঢেকে রাখে এমন কোন জুতা বা মোজা পড়া যাবে না। সেন্ডেল পড়তে পারবে।
- গোসল বা অযুর পর দুরাক'আত সুন্নত নামাজ(যা তাহিয়্যাতুল অযুর নামাজ) পড়ে উমরার নিয়্যত অন্তরে করার সাথে মুখে উচচারন করে করা। যদি ফরয সালাত আদায়ের পর হলে আলাদা করে আর কোন সালাত পড়া লাগবে না।

সলাত শেষ করে ইহরাম (হাজ্জ বা উমারায় প্রবেশের অন্তরে নিয়্যাত) করবে এবং বলবে:

ক। শুধু উমরার ক্ষেত্রে বলতে হয়- لَبَّيْكَ عُمْرَةً লাব্বাইকা উমরাহ অথবা বলুন, " اللهم لَبَّيْكَ عُمْرَةً আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাহ"। অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি উমরাহ করার জন্য হাযির।"

খ। শুধু হজ্জের ক্ষেত্রে বলতে হয়- লাব্বাইকা হাজ্জা

গ। কিরান হজ্জের ক্ষেত্রে উমরা ও হজ্জের কথা একত্রে বলতে হয়- লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জা

ঘ। ইফরাদ হলে বলতে হয়- লাব্বাইকা হাজ্জা

ঙ। বদলি উমরা হলে বলতে হয়- লাব্বাইকা উমরা আন(ফুলান)-ফুলানের জায়গায় ব্যক্তির নাম বলবেন

চ। বদলি হজ্জ হলে বলবেন- লাব্বাইকা হাজ্জান আন (ফুলান)-ফুলানের জায়গায় ব্যক্তির নাম বলবেন।

ছ। তামাত্তু হজ্জের জন্য প্রথমে শুধু উমরার নিয়্যত করবেন। পরে ৮ই যিলহজ্জ তারিখে হজ্জের নিয়্যাত করবেন।

যদি আশঙ্কা থাকে যে কোন বাঁধার সম্মুখীন (অসুস্থতা, শত্রুতা বা অন্য কোন কারনে) হতে পারে তাহলে নিয়্যত করার সময় এই ভাবে শর্ত করে বলতে হবে-যদি আমি বাঁধাপ্রাপ্ত হই তাহলে বাঁধাপ্রাপ্ত স্থান হবে আমার মাহল(এহরাম খোলার স্থান)। তাহলে হজ্জ বা উমরা পালন করতে কোন বাঁধার সম্মুখীন হন তাহলে সেস্থানে এহরাম খুলে ফেলতে পারবেন তাতে কোন ফিদইয়া নেই।

- এরপর তালবিয়া পড়া সুন্নাত। তালবিয়া হলো—

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ»

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মূলক লা শারীকা লাক্।

আমি হাযির, হে আল্লাহ ! আমি হাযির, আমি হাযির, তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমারই কাছে এসেছি। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার। কেউ তোমার শরীক নেই।"

পুরুষেরা জোরে তালবিয়া পড়বেন কিন্তু নারীরা পর-পুরুষের সামনে জোরে পড়বেন না।

তালবিয়া পাঠ কতক্ষন পর্যন্ত করবেন--

১। উমরার উদ্দেশ্যে ইহরামের নিয়্যত শেষ হলেই তালবিয়া পড়া শুরু এবং হারাম শরিফে পৌছে তাওয়াফ শুরুর পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবে।

২। হজ্জের বেলায় ১০ই যিলহজ্জে বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকবে।

রাসূল স.কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন ধরনের হজ্জ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন, চিৎকার করা (উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ) ও রক্ত প্রবাহিত করা (কোরবানী।

জামে আত তিরমিযী:৭৭৫

ইহরাম অবস্থায় কি কি কাজ বৈধ------

- কখনো আপনার ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করা কিংবা পরিস্কার করা এবং মাথা ও শরীর ধৌত করা জায়েয। এর ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন চুল পড়ে গেলে তাতে আপনার কোন অসুবিধা নেই।
- ফোঁড়া গালানো, প্রয়োজনে দাঁত উঠানো,অপারেশন করা যাবে।
- পানিতে মাছ ধরা ও মোরগ, ছাগল গরু ইত্যাদি জবাই করতে পারবে।
- মানুষের জন্য ক্ষতিকারক প্রানী যেমন: হিংস্র কুকুর, চিল, কাক, ইদুঁর, সাপ, বিচ্ছু, মশা-মাছি ও পিঁপড়া তা মারা জায়েয। নাসাঈ:২৮৩৫
- বেল্ট, আংটি, ঘড়ি, চশমা, কানের শ্রবন যন্ত্র, মানিব্যাগ ইত্যাদি ব্যাবহার করতে পারবে।
- ছাতা, তাবু, গাড়ি,ঘর বা যেকোন ছায়ার নিচে বসতে পারবে।
- সুগন্ধিবিহীন সাবান দিয়ে গোসল ও হাত ধোয়া যাবে।
- সুগন্ধিবিহীন তেল ব্যাবহার করা যাবে।
- ঠান্ডা লাগলে গলায় মাফলার ব্যবহার করতে পারবে।

* আত্মরক্ষার জন্য চোর/ডাকাতকে আঘাত করা।
* ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য শরীর আবৃত করার জন্য কম্বল, মাফলার ব্যবহার করা যাবে।

ইহরাম অবস্থায় যে সব কাজ নিষেধ এর কোন একটি কাজ ভুলে বা না জেনে করে ফেললে কোন দম বা ফিদইয়া দিতে হবে না, স্মরণ হওয়া মাত্র বা অবগত হওয়ার সাথে সাথে এ কাজ থেকে বিরত হয়ে যাবে এবং এ জন্য ইস্তিগফার করবে। তবে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে।

উযরবশত: একান্ত বাধ্য হয়ে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মাথার চুল উঠায় বা কেটে ফেলে তাহলে ফিদইয়া দিতে হবে। উলামায়ে কিরামের কিয়াস অনুসারে মাথা ছাড়া অন্য অংশ থেকে চুল উঠালে বা কাটলে বা নখ কাটলেও ফিদইয়া দিতে হবে।

ফিদইয়া/ দম হলো---(কারনঃ বিনা ওজরে মাথা কামানো, আতর লাগানো ইত্যাদি)

- হারাম এলাকার মধ্যে একটি পশু (উট বা গরুর এক সপ্তমাংশ/ পূর্ণ এক ছাগল/ পূর্ণ এক ভেড়া) যবেহ করা যা কোরবানির উপযুক্ত এবং সম্পূর্ণ গোশত মিসকিন ও গরীবদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া অথবা
- তিনদিন রোযা রাখা অথবা

* ৬জন মিসকিনকে (প্রত্যেককে ১কেজি ২০ গ্রাম পরিমান) একবেলা খাওয়ানো

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

ইহরামে প্রবেশের পর ব্যক্তিকে মুহরিম বলা হয়)

হজ ও উমরার কাজে প্রবেশের সাথে সাথে আপনার উপর অনেকগুলো কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফলে সে কাজগুলো আপনার জন্য হারাম হয়ে যায়। এগুলোকে বলা হয় ‘‘ইহরামের নিষিদ্ধকাজ’’।

আর তা হল :

১। কেটে বা অন্য কোনভাবে চুল উপড়ে ফেলা এবং হাত বা পায়ের নখ কাটা। অবশ্য হাত দ্বারা মুহরিম ব্যক্তির মাথা চুলকানো জায়েয যদি তা প্রয়োজন হয়। এতে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন চুল পড়ে যায় অথবা মুহরিম ব্যক্তি তা ভুলে কিংবা হুকুম না জেনে করে ফেলে, তাহলে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না।

২। ইহরামের পর কাপড়ে কিংবা শরীরে কিংবা অন্যত্র সুগন্ধি ব্যবহার করা। তবে ইহরামের আগে মাথায় ও দাঁড়িতে যে সুগন্ধি ব্যবহার করা হয়েছে তা ইহরামের পর বাকী থাকলেও কোন অসুবিধা নেই।

৩। মুহরিম ব্যক্তি স্ত্রী সঙ্গম করতে পারবে না, যৌন উত্তেজনার সাথে স্ত্রীকে স্পর্শও করবে না, স্ত্রীকে চুমু খাবে না এবং যৌন কামনার বশবর্তী হয়ে তার দিকে তাকানো যাবে না। মুহরিম ব্যক্তি মহিলাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে না এবং নিজের জন্য বা অন্য কারো জন্য বিয়ের আকদ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইহরাম অবস্থায় থাকবে।

৪। মুহরিম ব্যক্তি হাত মোজা ব্যবহার করবে না।

৫। মুহরিম ব্যক্তির জন্য খরগোস ও কবুতর প্রভৃতির ন্যায় কোন স্থলজ শিকারী প্রাণীকে হত্যা করা অথবা পশ্চাদ্ধাবন করা কিংবা সে কাজে সাহায্য করা নিষিদ্ধ। মুহরিম ব্যক্তির জন্য সর্বাবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ।

৬। সর্বাঙ্গে অথবা শরীরের কোন অঙ্গে জামা কিংবা পাজামা, গেঞ্জি, পাগড়ী, টুপী ও মোজার ন্যায় সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম।

মুহরিম ব্যক্তির জন্য সেন্ডেল, হাত ঘড়ি, আংটি, চশমা, কানে শোনার যন্ত্র, বেল্ট এবং টাকা-পয়সা ও কাগজপত্র হেফাযতের ব্যাগ ব্যবহার করা জায়েয।

৭। মুহরিম ব্যক্তি পুরুষ হলে মাথার সাথে লেগে থাকে এমন কিছু যেমন ইহরামের কাপড় বা পাগড়ী, রুমাল কিংবা টুপি দিয়ে মাথা ঢাকা হারাম।

তবে ছাতা, তাঁবু কিংবা গাড়ীর ছাদের ছায়ায় থাকলে অথবা মাথার উপর বোঝা বহন করলে কোন অসুবিধা নেই। মুহরিম ব্যক্তি যদি ভুলে কিংবা হুকুম না জেনে মাথা ঢেকে ফেলে তাহলে তার উপর ওয়াজিব হল যখনই স্মরণ হবে কিংবা হুকুম সম্পর্কে জানতে পারবে আবৃতকারী বস্তুটি সরিয়ে ফেলবে। আর এতে তার উপর কোন দম আসবে না।

৮। ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের হাত মোজা পরিধান করা নিষিদ্ধ ও নেকাব দিয়ে মুখ ঢাকা হারাম। নেকাব হলো দেখার জন্য দু‘চোখ খোলা রেখে যদ্বারা মুখমন্ডল আবৃত করা হয়। ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্য এসবের কোনটাই বৈধ নয়। তাদের জন্য ওয়াজিব হলো তারা পুরুষদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কিংবা পুরুষরা তাদের পাশদিয়ে যাওয়ার সময় শরীয়ত সম্মত ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা, যা মাথার উপরের দিক থেকে মুখের উপর ছেড়ে রাখবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সব সময়ই মুখ ঢেকে রাখার অবস্থা থাকে।

৯। মুহরিম এবং মুহরিম নয় এমন ব্যক্তির জন্য হারাম শরীফের গাছ পালা এবং মানুষের চেষ্টা-চরিত্র ছাড়াই জন্মে এমন সবুজ তৃণলতা কাটা নিষিদ্ধ। হারাম শরীফের মধ্যে পড়ে থাকা জিনিস উঠিয়ে নেয়া যাবে না, অবশ্য মালিকের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রচার করার জন্য তা উঠানো যাবে।

ইহরামের সাথে সংশ্লিষ্ট ভুলসমূহ

১. মীকাত থেকে ইহরাম না বাধা।

২. ইহরামের কাপড় পাল্টানো যাবে না-এ ধারণা পোষণ করা, প্রকৃতপক্ষে ইহরামের কাপড় যখন ইচ্ছা তখন পাল্টানো যাবে।

৩. ইহরামের শুরু থেকে ইযতিবা করা। (ইযতিবা মানে হচ্ছে- পুরুষের জন্য: ডান কাঁধ খোলা রেখে চাদরটা ডান বগলের নীচ দিয়ে এনে বাম কাঁধের উপর ফেলে দেয়া।) অথচ শুধুমাত্র তাওয়াফের সময় ইযতিবা করা সুন্নত। তাও যদি সেটি তাওয়াফে কুদুম হয়। তাওয়াফে কুদুমকে বাংলায় আগমনী-তাওয়াফ বলা যেতে পারে।

৪. ইহরামের জন্য বিশেষ নামাজ পড়াকে ওয়াজিব মনে করা।

৫। এ কথা মানা, কথা না বলে মৌনতার সাথে হজ-উমরাহ পালন করা উত্তম।

৬। ইহরাম অবস্থায় তালবিয়ার স্থলে উচ্চস্বরে সমবেত কণ্ঠে তাকবীর পাঠ করা।

৭। ইহরাম বেঁধে আয়েশা/তান‘ঈম মসজিদে সালাত আদায় করতে যাওয়া।

ইহরাম অবস্থায় মাস্ক পরা কি জায়েয?

উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি। পর সমাচার:

প্রয়োজনের কারণে ইহরামকারীর জন্য মাস্ক পরতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন কোন ব্যক্তির নাকে এলার্জি থাকা; যার কারণে তার মাস্ক পরা প্রয়োজন কিংবা তীব্র ধোঁয়া অতিক্রম করাকালে মাস্ক পরা প্রয়োজন কিংবা কোন দুর্গন্ধ পার হওয়া কালে মাস্ক পরা প্রয়োজন। এতে কোন অসুবিধা নেই।[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২২/১৩০, ১৩১)]

সূত্র:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

যদি কেউ নিষিদ্ধ বিষয়গুলো করে ফেলে তার কি করা উচিৎ?

কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তুগুলো করে ফেলে তখন তার তিনটি অবস্থা থাকতে পারে:

১। সে তা ভুলে বা অসাবধানতাবশত. অথবা জোরকৃত হয়ে বা ঘুমন্ত অবস্থায় করে ফেলে তবে তার কিছুই করার নেই। সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। :

দো‘আ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

“ হে আমাদের রব! আমরা যদি বিস্মৃত হই বা ভুল করে বসি তবে সে জন্য আপনি আমাদের পাকড়াও করবে না” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] কিন্তু যখনই সেই ওজর শেষ হয়ে যাবে তখন থেকে আর তা করা যাবে না। যেমন মূর্খ ব্যক্তি জানার পর, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়ার পর, বিস্মৃত ব্যক্তি মনে হওয়ার পর সে ধরনের গুনাহ আর করতে পারবে না।

২। আর যদি কেউ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো কোনো ওজর থাকার কারণে করে তবে সে গুনাহ থেকে মুক্তি পেলেও তাকে সেগুলোর জন্য ফিদিয়া দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, “আর যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মাথা মুণ্ডন করো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় বা মাথায় ব্যথা হয় তবে সিয়াম কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা ওটার ফিদিয়া দেবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজের পূর্বে ‘উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য ‘হাদী’ জবেহ করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায় তবে তাকে হজের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফেরার পর সাত দিন এ পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

৩। যদি কেউ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে করে তবে সে গুনাহগার, হওয়ার পাশাপাশি সেগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট ফিদিয়া দিতে হবে।

ফিদয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে আমরা চারভাগে ভাগ করতে পারি:

১। যে নিষিদ্ধ কাজ করলে শুধু গুনাহ হয় ফিদিয়া দেওয়ার বিধান রাখা হয়নি এবং তা হলো, বিয়ে করা বা দেওয়া। এতে ব্যক্তি গুনাহগার, হবে এবং সে বিয়ে বাতিল বা ফাসেদ হবে কিন্তু কোনো ফিদিয়া দিয়ে মুক্তি পাওয়ার বিধান রাখা হয় নি।

২। যে নিষিদ্ধ কাজ করলে একটি পূর্ণ উট, অথবা গরু ফিদয়া হিসেবে জবাই করতে হয় তা হলো, পাথর মেরে প্রাথমিক হালাল হওয়ার পূর্বে সহবাস করা। মূলত: এ ধরনের সহবাসের কারণে মোট চারটি কাজ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়:

এক. হজ বাতিল হয়ে যাবে। দুই. ফিদিয়া দিতে হবে, আর তা হলো, একটি পূর্ণ উট, বা গরু। তিন. যে হজটি করছে তা পূর্ণ করতে হবে। চার. আগামীতে সে হজের কাজা করতে হবে।

৩। যে নিষিদ্ধ কাজ করলে এর সমপরিমাণ প্রতিবিধান করতে হয়-- কোনো স্থল প্রাণী শিকার করা। যেমন, হরিণ শিকার বা খরগোশ শিকার করা। এটা করলে শিকারকৃত প্রাণীর অনুপাতে জন্তু জবাই করতে হবে।

ইহরাম অবস্থায় নারী কিভাবে পর্দা করবে? পর্দা মুখ স্পর্শ করতে পারবে না এরকম কোন শর্ত আছে কি?

উত্তরঃ ইহরাম অবস্থায় নারী যদি মাহরাম নয় এমন কোন পুরুষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে বা তার নিকট কোন পুরুষ অতিক্রম করে, তবে অবশ্যই স্বীয় মুখমন্ডল ঢেকে নিবে। যেমনটি মহিলা সাহাবীগণ রা. করতেন। একারণে তাকে কোন ফিদ্ইয়া দিতে হবে না। কেননা পরপুরুষের সামনে মুখমন্ডল ঢাকা আল্লাহর নির্দেশ। আর নির্দেশ কখনো নিষেধ হতে পারে না।

পর্দা মুখমন্ডল স্পর্শ করতে পারবে না এরকম কোন শর্ত নেই। এতে কোন অসুবিধা নেই। পরপুরুষের সামনে এলেই তাকে অবশ্যই মুখ ঢাকতে হবে। কিন্তু যদি খিমা বা তাঁবুতে অবস্থান করে এবং সেখানে কোন পরপুরুষ না থাকে, তবে মুখমন্ডল খোলা রাখবে। কেননা ইহরাম অবস্থায় নারীর জন্য শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে মুখ খোলা রাখা। হাদীছের মর্ম অনুযায়ী নারী ইহরাম অবস্থায় নেকাব পরবে না। পুরুষ তার সম্মুখে আসুক বা না আসুক কোন অবস্থাতেই তার জন্য নেকাব ব্যবহার করা জায়েয নয়। সে হজ্জে থাক বা ওমরায় ।

নেকাব নারী সমাজে পরিচিত। আর তা হচ্ছে একটি পর্দা দিয়ে মুখন্ডল ঢেকে নেয়া যাতে দু‘চোখের জন্য আলাদা আলাদা দু’টি ছিদ্র থাকে। কিন্তু আয়েশা রা. এর হাদীস নেকাব নিষিদ্ধের হাদীসের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ নয়। কেননা আয়েশার রা. হাদীসে একথা বলা হয়নি যে তারা নেকাব পরতেন। বরং নেকাব না পরে মুখ ঢেকে ফেলতেন। আর পরপুরুষ সামনে এলে নারীদের মুখ ঢেকে ফেলা ওয়াজিব। কেননা মাহরাম নয় এমন পুরুষের সামনে নারীর মুখমন্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব।হযরত আয়েশা রা. থেকে বার্ণিত আছে, তিনি বলেন- ইহরাম অবস্থায় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। লোকেরা যখন আমাদের পাশ দিয়ে যেত তখন আমরা আমাদের চাদর মাথায় সামনে ঝুলিয়ে দিতাম। আর চলে যাওয়ার পর তা সরিয়ে ফেলতাম। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৮৩৩)

অতএব ইহরামের ক্ষেত্রে সবসময় নেকাব পরিধান করা হারাম। আর পরপুরুষ সামনে না এলে মুখমন্ডল খোলা রাখা ওয়াজিব। কিন্তু সামনে এলে ঢেকে ফেলা ওয়াজিব। তবে নেকাব ছাড়া অন্য কাপড় ঝুলিয়ে দিতে হবে।

Sisters' Forum In Islam

উমরার সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী

১। ফরয গোসলের মতো করে ভালভাবে গোসল করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা।
২। ইহরামের কাপড় পরিধান করা; আর তা হলো পুরুষের জন্য সেলাই বিহীন একটি চাদর ও একটি লুঙ্গী। আর মহিলাদের জন্য যে কোন বৈধ কাপড়।
৩। ইহরাম থেকে তাওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করা।
৪। কা'বা ঘরে সাত চক্কর দেয়ার মাধ্যমে তাওয়াফ সমপূর্ণ করা। যা হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করবে এবং হাজরে আসওয়াদেই সমাপ্ত হবে।
৫। মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাক'আত সলাত আদায় করা।
৬। 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর্বতের মাঝে সাত চক্কর সাঈ করা, যা শুরু হবে সাফা থেকে এবং সমাপ্ত হবে মারওয়াতে।
৭। পুরুষদের জন্য মাথার চুল মুণ্ডন কিংবা চুল ছোট করা। আর মহিলাদের চুল ছোট করা।

Umrah-Hajj Flow Chart

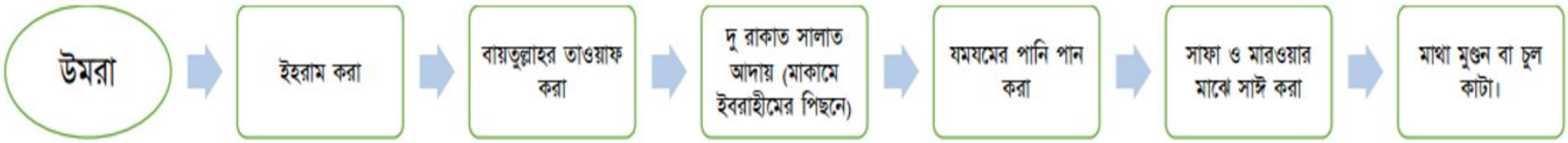

তাওয়াফ: ১নং স্লাইড

শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাবা ঘরের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা বা চক্কর দেয়াকে তাওয়াফ বলে।
মহাবিশ্বের বৃহৎ শক্তির চারদিকে সকল ছোট বস্তু আবর্তন করে বা আল্লাহ কেন্দ্রিক মানবের জীবন বা মহান আল্লাহর নিদর্শন ও নিয়ামতের চারপাশে মানুষের বিচরণ বা এক আল্লাহ নির্ভর জীবনযাপনের গভীর অঙ্গিকার ব্যক্ত করা - **এসবকিছুরই প্রতীক হচ্ছে তাওয়াফ**। তাওয়াফ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতাকেই বুঝায়। যদিও বেশিরভাগ উত্তম কাজ ডান থেকে বামে করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে বলা হয়েছে বাম ধার ধরে। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং দেহের রক্ত চলাচল বাম থেকে ডানে হয়।

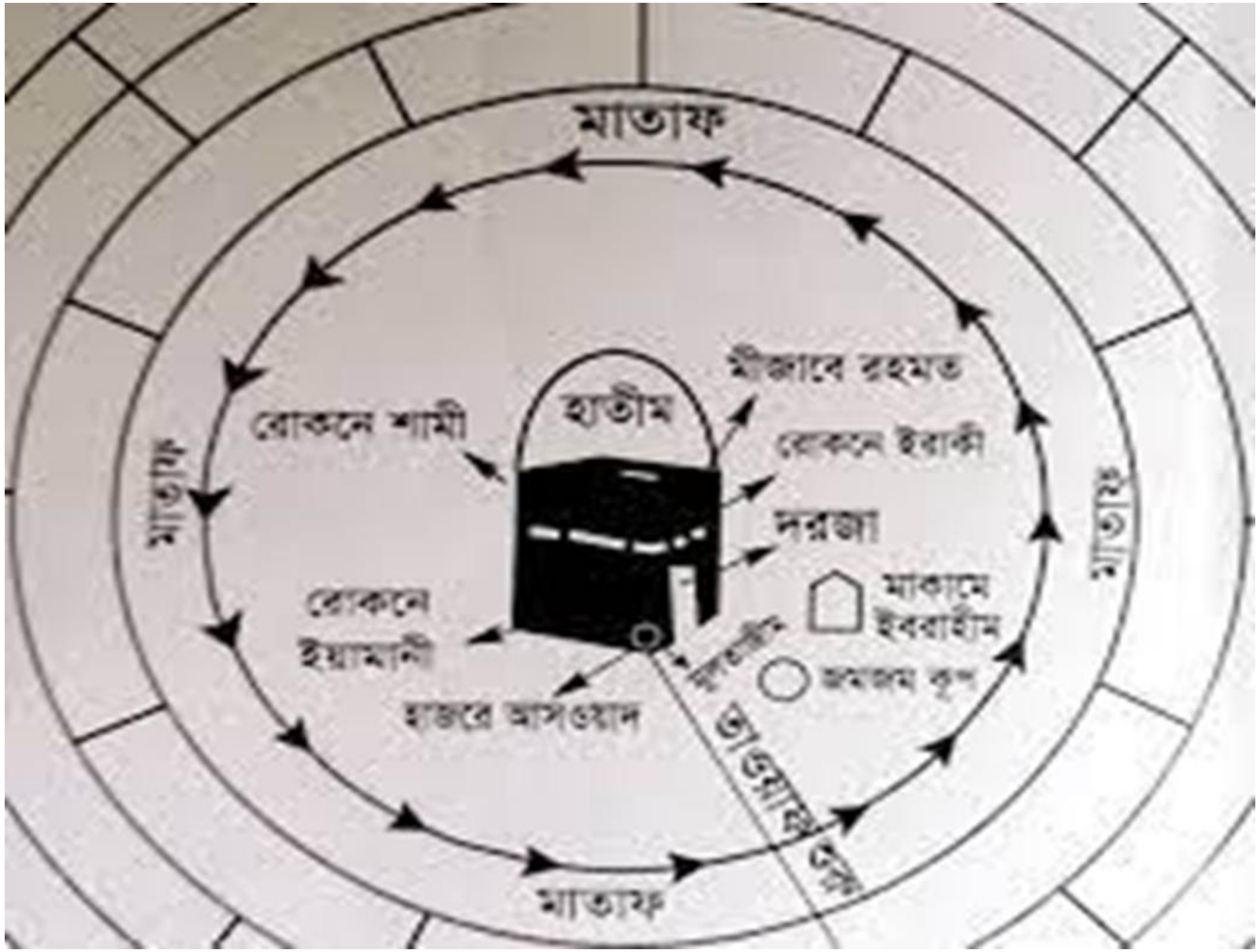

মহান আল্লাহ বলেছেন-
আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। সূরা বাকারা: ১২৫
আর তারা যেন প্রাচীন ঘর কাবা তাওয়াফ করে। সূরা আল হাজ্জ: ২৯
রাসূল স. বলেছেন,
কেউ যদি যথাযথভাবে বায়তুল্লাহ সাতবার তাওয়াফ করে তবে তার একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সওয়াব হয়। তাওয়াফ করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি যখনই তার কদম রাখে,তখনই প্রতি কদমে তার একটি করে গুনাহ মাফ করা হয় এবং একটি করে নেকী লিখা হয়। সহিহ জামে আত তিরমিযী: ৯০১, হাসান হাদীস

তাওয়াফ: ২নং স্লাইড

তাওয়াফের শর্ত----

১। অযু ও পবিত্রতার সাথে তাওয়াফ করা
২। মনে মনে তাওয়াফের ইরাদা বা নিয়ত করা
৩। হজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করা
৪। সাত চক্র পূর্ণ করা
৫। মসজিদে হারামের ভিতরে থেকে তাওয়াফ করা
৬। কাবাকে বাম পাশে রেখে তাওয়াফ করা
৭। সতর ঢাকা, মহিলাদের হিজাব থাকা।

সাধারণত তাওয়াফ ৪ ধরনের। যথা –

তাওয়াফুল কুদুম (ইফরাদ ও কিরান হাজীর প্রথম তাওয়াফ/তামাত্তু হাজীর উমরাহর তাওয়াফ),
তাওয়াফুল ইফাদাহ/যিয়ারাহ (হজের ফরয তাওয়াফ),
তাওয়াফুল বিদা (হজের বিদায় তাওয়াফ) ও
নফল তাওয়াফ (ঐচ্ছিক তাওয়াফ)।

তাওয়াফের পূর্বে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া আবশ্যক। সকল প্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র হতে হবে। মক্কার আসার পরে ও তাওয়াফের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলে সম্ভব হলে মক্কায় প্রবেশের জন্য গোসল করে নিবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা প্রবেশের সময় গোসল করেছিলেন।[সহিহ মুসলিম (১২৫৯)] তবে শুধু ওযু করলেও চলবে। ওযু ছাড়া বা হায়েয নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা জায়েয নয়। ইহরামের বিধি-নিষেধ স্মরণ রাখবেন এবং বেশি বেশি তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকবেন।

ডান পা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করুন এবং এ দো‘আ পাঠ করুন:

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اَللهم افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

“বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা”।

“আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।
হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দিন”।

মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে কা‘বার উদ্দেশ্যে যেতে যেতে তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকুন। যখনই কা‘বা শরীফ চোখে পড়বে তখনই তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে তাওয়াফের প্রস্তুতি নিন ও তাওয়াফের নিয়ত মনে মনে করুন।

তাওয়াফ: ৩নং স্লাইড

- তাওয়াফ শুরুর স্থানে (হাজরে আসওয়াদ কর্নার) যাওয়ার আগে শুধু পুরুষরা তাদের ইহরামের কাপড়ের এক প্রান্ত ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর দিবেন এবং ডান কাঁধ ও বাহু উন্মুক্ত করে দিবেন। একে বলা হয় 'ইদতিবা''। সাত চক্করেই এমনটি করা সুন্নাত। মেয়েদের কোনো ইদতিবা' নেই। এ ইদতিবা' শুধুমাত্র (তামাত্তু হাজীর) উমরাহর তাওয়াফ এবং তাওয়াফে কুদুম সময় করতে হয়। আর অন্য নফল তাওয়াফের সময়ের জন্য ইদতিবা' করা প্রযোজ্য নয়।
- রমল হলো ধীরপদে বীরবেশে দ্রুত চলা। ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটা। তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা।আর বাকী চার চক্করে রমল নেই বিধায় স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবে। রমল শুধু তাওয়াফে কুদূমে ও প্রথম তিন চক্করেই করতে হবে, এটা সুন্নাত। নারীদের জন্য কোন রমল নেই।

রমল ও ইদতিবা করার কারনঃ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণকে নিয়ে মক্কা আগমন করলে মুশরিকরা মন্তব্য করল, এমন একদল লোক আসছে যাদেরকে ইয়াছরিবের (মদীনার) জ্বর দুর্বল করে দিয়েছে। (এ কথা শুনে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণকে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করতে এবং উভয় রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু স্বাভাবিক গতিতে চলতে নির্দেশ দিলেন, ছাহাবীদের প্রতি দয়াবশত সবগুলো চক্করে রমল করতে আদেশ করেননি (ছহীহ বুখারী, হা/১৬০২)।

কুদুম শব্দের অর্থ আগমণ। সে হিসেবে তাওয়াফে কুদুম কেবল বহিরাগত হাজিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মক্কায় বসবাসকারীরা যেহেতু অন্য কোথাও থেকে আগমন করে না, তাই তাদের জন্য তাওয়াফে কুদুম সুন্নত নয়।

উমরা আদায়ের ক্ষেত্রে তাওয়াফ ফরজ ও রুকন। এ তাওয়াফে রামল ও ইযতিবা উভয়টাই রয়েছে।

* এবার তাওয়াফ শুরুর স্থানে তাওয়াফকারীদের স্রোতে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করুন। স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। কারণ এতে বিপরীত দিক থেকে আসা লোকের স্রোতে আঘাত পেতে পারেন ও আপনি তাওয়াফকারীদের তাওয়াফে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেন।

তাওয়াফকারীদের সাথে চলতে চলতে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে লক্ষ্য করুন হাজরে আসওয়াদ এর কোণ/কর্নার বরাবর মাসজিদুল হারামের দেওয়ালে সবুজ রংয়ের আলোর বাতি দেওয়া আছে। এ সবুজ বাতি ও হাজরে আসওয়াদের কোণ বরাবর পৌছলে বা তার একটু আগেই সম্ভব হলে একটু থেমে বা চলতে চলতেই হাজরে আসওয়াদ এর দিকে মুখ করে ডান হাত উচু করে হাজরে আসওয়াদের দিকে সোজা ধরে বলুন: '' بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُ أَكْبَرُ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার''। হাজরে আসওয়াদ পাথর চুম্বন করে তাওয়াফ শুরু করা উত্তম ও এমনটি করা সুন্নাত। তবে যদি চুমু খেতে না পারেন তাহলে ডান হাত দিয়ে পাথরটি স্পর্শ করে আপনার হাতে চুমু দিয়ে তাওয়াফ শুরু করতে পারেন।

* এবার কা'বাকে আপনার বাম দিকে রেখে আবর্তন/চক্কর দিতে শুরু করুন। হাজারে আসওয়াদ কর্নার এর সবুজ বাতি থেকে শুরু করে কা'বা ঘরের ইরাকি কর্নার, হাতিম, সামি কর্নার, ইয়েমেনি কর্নার পার করে ফের হাজরে আসওয়াদ কর্নার এর সবুজ বাতি পর্যন্ত হাঁটা শেষ হলে এক চক্কর গণনা করা হয়। এভাবে আরও ছয় চক্কর দিতে হবে। এ সাত চক্কর সম্পন্ন হলে তাওয়াফ শেষ হয়ে যাবে।

তাওয়াফ: ৪নং স্লাইড

- তাওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দো‘আ নেই। তাওয়াফরত অবস্থায় আপনি ইচ্ছে করলে কুরআন তিলাওয়াত, দো‘আ, যিকির, ইসতিগফার করতে পারেন আপনার নিজের ইচ্ছা মত। আল্লাহর প্রশংসা করুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পড়ুন। সব দো‘আ যে আরবীতে করতে হবে তার কোনো নিয়ম নেই, যে ভাষা আপনি ভালো বোঝেন ও আপনার মনের ভাব প্রকাশ পায় সে ভাষাতেই দো‘আ করুন।খুব বেশি প্রয়োজন ব্যাতিরেকে তাওয়াফের সময় কথা না বলাই শ্রেয়।
- তাওয়াফরত অবস্থায় প্রতি চক্করে ইয়েমেনী কর্নারে পৌঁছানোর পর আপনি ডান হাত অথবা দুই হাত দিয়ে কা‘বার ইয়েমেনী কর্নার শুধু স্পর্শ করবেন (এমনটি করা সুন্নাত), তবে ভিড়ের কারণে এটা করা সম্ভব না হলে কোনো সমস্যা নেই। আপনি চক্কর চালিয়ে যাবেন। দূর থেকে হাত উঠিয়ে ইশারা করবেন না বা চুম্বন করবেন না কিংবা আল্লাহু আকবারও বলবেন না।

* প্রত্যেক চক্করে ইয়েমেনী কর্নার থেকে হাজারে আসওয়াদ কর্নার এর মাঝামাঝি স্থানে থাকাকালে এ দো‘আ পাঠ করা মুস্তাহাব ও সুন্নাত:

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

রাববানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাহ, ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়াক্বিনা আযাবান নার’’।

‘‘হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন’’। সূরা আল-বাকারা: ২:২০১

- প্রথম এক চক্কর শেষ করে হাজরে আসওয়াদ কর্নার পৌঁছার পর আবার আগের মতো করে দূর থেকে ডান হাত উচু করে তাকবীর দিয়ে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করবেন। এক্ষেত্রে শুধু মনে রাখবেন ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ না বলে শুধু বলবেন ‘আল্লাহু আকবার’। এমনটি পরবর্তী সকল চক্কর এর শুরুতে বলবেন। উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী সাত চক্কর শেষ করবেন। এভাবে আপনার তাওয়াফ সম্পন্ন করবেন।তাওয়াফ শেষ হওয়া মাত্রই পুরুষরা তাদের ডান কাঁধ ইহরামের কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবেন। এবার আপনি ‘ইদতিবা‘’ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। তাওয়াফ শেষে মাতাফ থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে কোনো ফাঁকা স্থানে অবস্থান গ্রহন করুন।
- তাওয়াফ শেষে আপনি সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমে পেছনে যেতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সা নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী সেখানে সালাত আদায় করেছেন।
- وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلࣰّىۖ [البقرة: ١٢٥]

‘‘আর তোমরা ইবরাহীমের দণ্ডায়মানস্থানকে সালাত আদায়ের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো’’। সূরা আল-বাকারা: ২:১২৫

- সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে অথবা ভিড়ের কারণে সম্ভব না হলে মসজিদুল হারামের যে কোনো স্থানে দুই রাকাত সালাত আদায় করুন। এ সালাতের প্রথম রাকাআতে সূরা-ফাতিহা ও সূরা-কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা-ফাতিহা ও সূরা-ইখলাস পড়া সুন্নাত। তিরমিযী, হাদীস নং ৮৬৯
- এ সালাত তাওয়াফের কোনো অংশ নয় বরং এটি একটি আলাদা স্বতন্ত্র ইবাদত।

- তাওয়াফ শেষে আপনি সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমে পেছনে যেতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সা নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী সেখানে সালাত আদায় করেছেন।
- وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ [البقرة: ١٢٥]

‘‘আর তোমরা ইবরাহীমের দণ্ডায়মানস্থানকে সালাত আদায়ের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো’’। সূরা আল-বাকারা: ২:১২৫

- সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে অথবা ভিড়ের কারণে সম্ভব না হলে মসজিদুল হারামের যে কোনো স্থানে দুই রাকাত সালাত আদায় করুন। এ সালাতের প্রথম রাকাআতে সূরা-ফাতিহা ও সূরা-কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা-ফাতিহা ও সূরা-ইখলাস পড়া সুন্নাত। তিরমিযী, হাদীস নং ৮৬৯
- এ সালাত তাওয়াফের কোনো অংশ নয় বরং এটি একটি আলাদা স্বতন্ত্র ইবাদত।
- যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করল, ও দু’রাকাত সালাত আদায় করল, তার এ কাজ একটি গোলাম আযাদের সমতুল্য হল।ইবনু মাযাহ : ২৯৫৬;
  ‘তুমি যখন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলে, পাপ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলে যেমন নাকি আজই তোমার মাতা তোমাকে জন্ম দিলেন। মুসান্নাফু আব্দিররাজ্জাক : ৮৮৩০)

এবার যমযম কুপের পানির টেপ অথবা কন্টেইনারের কাছে গিয়ে পেট ভরে পানি পান করুন এবং কিছু পানি মাথায় ঢালুন। এখানে এখন যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করাই সুন্নাত বলে কোনো কোনো আলেম মত প্রকাশ করেছেন, কারণ এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। অন্য আলেমগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযরের কারণে এখানে দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করেছেন। কারণ, তিনি মানুষের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন, সেখানে বসার সুব্যবস্থা ছিল না। যমযমের পানি কয়েক ঢোকে পান করা উত্তম। খুব ঠাণ্ডা পানি পান না করে নরমাল (Not cold) পানি পান করা উত্তম।

ইবনে আববাস (র) এর একটি বর্ণনা। তিনি বলেন,‘ - . إذا شربت منها فاستقبل القبلة و اذكر الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله যখন তুমি যমযমের পানি পান করবে, কেবলামুখী হবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে, ও তিন বার নিশ্বাস নিবে। তুমি তা পেট পুড়ে খাবে ও শেষ হলে আল্লাহর প্রশংসা করবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) যমযমের পানি পানের পূর্বে এই দোয়া পড়তেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.‘

- হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, বিস্তৃত সম্পদ, ও সকল রোগ থেকে শেফা কামনা করছি’। দারা কুতনী
- পানি পান করার পর মাথায়ও কিছু পানি ঢালুন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন। কিতাবুল মুগনি ফিল হাজ্জি ওয়াল উমরাহ : ৩১০
- যমযমের পানি পান করে সাঈ করার জন্য প্রস্ত্ততি নিন।

সা’ঈ যেভাবে করবেন-১

সাঈ শব্দের অর্থ দৌড়ানো ও চেষ্টা করা। পরিভাষায় সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটির মাঝে দৌড়ানোকে সাঈ বলে।
কাবার অতি নিকটেই দু’টো ছোট্ট পাহাড় আছে যার একটি ’সাফা’ ও অপরটির নাম ’মারওয়া’। এ দু’ পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে মা হাজেরা শিশুপুত্র ইসমাঈল এর পানির জন্য ছোটাছুটি করেছিলেন। ঠিক এ জায়গাতেই হজ্জ ও উমরা পালনকারীদেরকে দৌড়াতে হয়। শাব্দিক অর্থে দৌড়ানো হলেও পারিভাষিক অর্থে স্বাভাবিক গতিতে চলা। শুধুমাত্র দুই সবুজ পিলার দ্বারা চিহ্নিত মধ্যবর্তী স্থানে সামান্য একটু দৌড়ের গতিতে চলতে হয়। তবে মেয়েরা দৌড়াবে না।ঋতুবতী মহিলারা সা‘ঈ করতে পারবেন, কারণ সা‘ঈ এলাকা মসজিদুল হারামের কোনো অংশ নয়।

সাঈর শর্ত ও ওয়াজিবসমূহ কি কি?

(১) প্রথমে তাওয়াফ এবং পরে সাঈ করা।
(২) ’সাফা’ থেকে শুরু করা এবং ’মারওয়া’য় গিয়ে শেষ করা।
(৩) ’সাফা’ ও ’মারওয়া’র মধ্যবর্তী পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করা। একটু কম হলে চলবে না।
(৪) সাত চক্র পূর্ণ করা।
(৫) সাঈ করার স্থানেই সাঈ করতে হবে। এর পাশ দিয়ে করলে চলবে না।

সাঈর সুন্নাত কী কী?

উঃ- (ক) অযু অবস্থায় সাঈ করা ও সতর ঢাকা।
(খ) তাওয়াফ শেষে লম্বা সময় ব্যয় না করে সঙ্গে সঙ্গে সাঈ শুরু করা।
(গ) সাঈর এক চক্র শেষ হলে লম্বা সময় না থেমে পরবর্তী চক্র শুরু করা।
(ঘ) দু’টি সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থানে পুরুষদের একটু দৌড়ানো।
(ঙ) প্রতি চক্রেই সাফা ও মারওয়া পাহাড় দু’টিতে আরোহণ করা।
(চ) সাফা ও মারওয়া পাহাড় এবং এর মধ্যবর্তী স্থানে যিক্‌র ও দোয়া করা।
(ছ) সক্ষম ব্যক্তির পায়ে হেঁটে সাঈ করা।

সাফা পাহাড়ে যতটুকু সম্ভব উঠে বা কাছাকাছি পৌছে এ দো‘আটি শুধুমাত্র এখন একবারই পড়ুন :সাফা পাহাড়ের কাছে যেয়ে পাহাড়ে উঠার সময় নিচের আয়াতটি প্রথমচক্রের শুরুতে পড়া, প্রতি চক্রের শুরুতে বার বার পড়ার প্রয়োজন নেই,
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ (أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ)
“ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা‘আয়িরিল্লাহ, আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি”।
“নিশ্চয় সাফা ও মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম।
আমি আরম্ভ করছি যেভাবে আল্লাহ আরম্ভ করেছেন”। সূরা আল-বাকারা: ২:১৫৮

সা’ঈ যেভাবে করবেন-২

এবার কা‘বা শরীফের দিকে মুখ করে কা‘বার দিকে দুই হাত উঠিয়ে এ দো‘আটি তিনবার পাঠ করুন:(সহীহ মুসলিম: ২১৩৭)

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ – لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ –
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ –
وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

“আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআহদাহু লা শারিকালাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ্, ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমিতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন কৃদীর।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআহদাহু লা শারিকালাহু, আনজাযা ওয়া‘দাহু ওয়ানাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু”।

“আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহান। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল সার্বভৌমত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সর্বশক্তিমান।আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই।
তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং দুষ্কর্মের সহযোগীদের পরাস্ত করেছেন”। আবু দাউদ ১৯০৫, সহীহ মুসলিম, ২/২২২

পদ্ধতি এমন হবে যে, উক্ত দো‘আটি প্রথমে একবার পাঠ করে তারপর আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যান্য দো‘আ পড়বেন। ফের উক্ত দো‘আটি পড়ে আবার সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যান্য দো‘আ পড়বেন। শেষ আর একবার এমনভাবে দো‘আ পড়বেন। অর্থাৎ তিন বার এভাবে করবেন।
সা”ঈ করার সময় দোয়া ও যিকর করা যাবে। প্রতি চক্রে নির্দিষ্ট কোন দোয়া ঠিক করা নেই। সবার জন্য দোয়া করা যাবে।

সবুজ চিহ্নিত দুই দাগের মধ্যবর্তী স্থানে পড়ার জন্য দোআটি হল :

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ
রাব্বিগফির,ওয়ারহাম, ইন্নাকা আনতাল আ’আযযুল আকরাম
হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি দয়া করুন, আপনিতো পরাক্রমশালী মহিমাময়।
মারওয়ায় গিয়ে যখন ৭চক্র পূর্ণ হবে, এরপর চুল মুণ্ডানো বা চুল কাটার কাজ করলে উমরাহর কাজ পূর্ণ হবে।

Sisters' Forum In Islam

সা'ঈ যেভাবে করবেন-৩

সবুজ চিহ্নিত দুই দাগের মধ্যবর্তী স্থানে পড়ার জন্য দোআটি হল :

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ
রাব্বিগফির,ওয়ারহাম, ইন্নাকা আনতাল আ'আযযুল আকরাম
হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি দয়া করুন, আপনিতো পরাক্রমশালী মহিমাময়।
মারওয়ায় গিয়ে যখন ৭চক্র পূর্ণ হবে, এরপর চুল মুণ্ডানো বা চুল কাটার কাজ করলে উমরাহর কাজ পূর্ণ হবে।

সাফা থেকে হেঁটে মারওয়া পাহাড় এসে পৌছলে ১ চক্কর সম্পন্ন হল। মারওয়া পাহাড়ে উঠে বা যতটুকু সম্ভব মারওয়া পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর আবার কা'বা দিকে মুখ করে দুই হাত উঠিয়ে উপরোক্ত বড় দো'আটি আবার ৩বার পড়ুন; ঠিক একই পদ্ধতিতে যেমন সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। এবার পুনরায় মারওয়া থেকে সাফার দিকে হাঁটা শুরু করুন এবং মাঝখানে সবুজ জায়গাটুকুতে দৌড়ে পার হোন। মারওয়া থেকে হেঁটে সাফা পাহাড়ে পৌঁছলে ২ চক্কর সম্পন্ন হল। এভাবে আরও ৫ চক্কর সম্পন্ন করার পর (২+৫=৭ চক্কর) মারওয়া পাহাড়ে এসে সা'ঈ শেষ করবেন।

সাঈ শেষ করে মসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিয়ে বের হউন এবং নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করুন:
«اَللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» ''আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিক''। ''হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি''।
সাঈ শেষ করার পর মাথার সব অংশ থেকে সমানভাবে চুল ছেঁটে (কসর) কাটতে হবে। তবে এক্ষেত্রে মাথা মুড়ানোই (হালক্ব) উত্তম কাজ।
রাসূল স. বলেছেন, হে আল্লাহ, মাথা মুণ্ডন কারীদের মাফ করে দাও। সাহাবীরা বললেন, চুল কর্তনকারীদের? তিনি বললেন: হে আল্লাহ, মাথা মুণ্ডনকারীদের মাফ করে দাও। তারা বললেন, চুল কর্তনকারীদের? তিনি তৃতীয়বারও বললেন, মাথা মুণ্ডনকারীদের মাফ করে দাও। এরপর বললেন, চুল কর্তনকারীদের মাফ করে দাও।সহিহ বুখারী:১৭২৭

সা'ঈ যেভাবে করবেন-৪

নারীরা আঙ্গুলের কর পরিমাণ নিজ মাথার চুল কাটবে। আঙ্গুলের কর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- সর্ব উপরের গিরা থেকে আঙ্গুলের মাথা। নারীদের ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে চুল ছোট করা; মুণ্ডন করা নয়। এ বিষয়ে কোন ইখতিলাফ নেই। ইবনুল মুনযির বলেন: আলেমগণ এর উপর ইজমা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নারীদের উপরে মাথা মুণ্ডন নেই; তাদের জন্য রয়েছে- চুল ছোট করা।"[সুনানে আবু দাউদ] আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।"[সুনানে তিরমিযি] ইমাম আহমাদ বলতেন: "চুলের প্রত্যেক বেণী থেকে এক কর পরিমাণ কর্তন করবে।" এটি ইবনে উমর (রাঃ), শাফেয়ি, ইসহাক, আবু সাওর প্রমুখের অভিমত। আবু দাউদ বলেন, "আমি ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি: নারীরা কি সম্পূর্ণ মাথার চুল ছোট করবে? তিনি বলেন: হ্যাঁ। মাথার সবগুলো চুলকে সামনের দিকে এনে চুলের আগা থেকে আঙ্গুলের কর পরিমাণ কর্তন করবে।"[সমাপ্ত]

শাইখ বিন উছাইমীন (রাঃ) 'আল-শারহুল মুমতি' (৭/৩২৯) গ্রন্থে বলেন: তাঁর কথা: "নারীরা কর পরিমাণ কর্তন করবে"। অর্থাৎ আঙ্গুলের কর পরিমাণ। আঙ্গুলের কর হচ্ছে- আঙ্গুলের গিরা। অর্থাৎ কোন নারীর চুলে যদি বেণী থাকে তাহলে তিনি চুলের বেণী (মুঠ করে) ধরবেন; চুলের বেণী না থাকলে চুলের আগা ধরবেন; ধরে আঙ্গুলের কর পরিমাণ কাটবেন। আঙ্গুলের করের পরিমাণ প্রায় ২ সেঃমিঃ। বর্তমানে নারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে তারা চুলের আগা আঙ্গুলে পেঁচায়, যেখানে চুলের দুই প্রান্ত মিলিত হয় সে স্থানে কাটাকে ওয়াজিব মনে করে — এটি সঠিক নয়।[সমাপ্ত]

হারামের সীমানায় যেকোন জায়গায় চুল কাটতে পারেন তবে উত্তম হলো উমরা পালনকারী মারওয়ার আশে পাশে এবং হজ্জের সময় হাজী মীনায় থাকা অবস্থায় চুল কাটা।

এইভাবেই চুল কাটার মাধ্যমে ইহরাম খোলা হয়ে যায় ও উমরাহ কার্য সম্পাদন শেষ হয়।

Umrah-Hajj Flow Chart

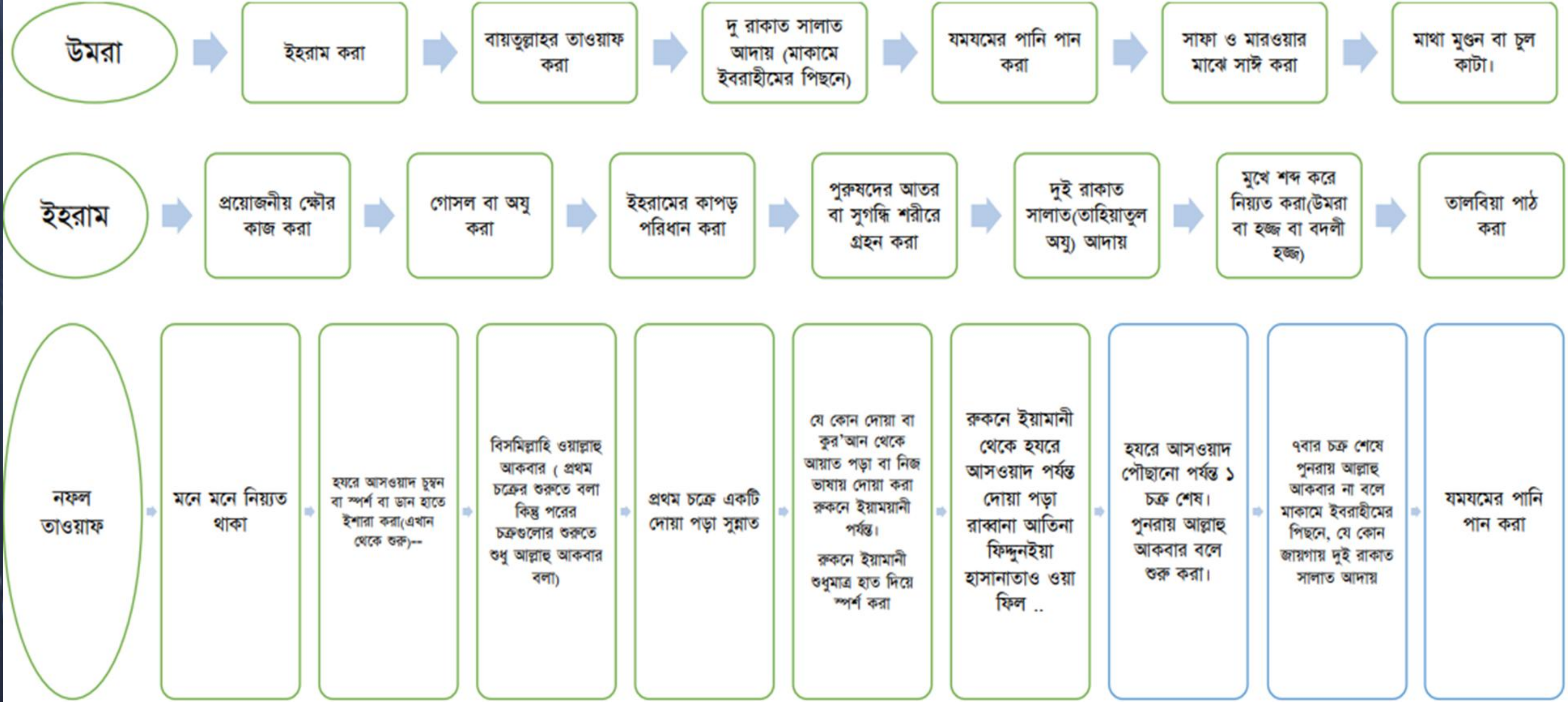

যে নারী উমরা সমাপ্ত করার আগে তার হায়েয শুরু হয়ে গেছে

উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি। পর সমাচার:

আলহামদুলিল্লাহ।

হায়েযের কারণে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধতে কোন বাধা নেই। কিন্তু, হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্যে পবিত্র হওয়ার আগে বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ করা হারাম। কেননা আয়েশা (রাঃ) যখন মক্কাতে প্রবেশ করার আগে হায়েযগ্রস্ত হয়েছেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন: "একজন হাজী যা যা করে তুমিও তা তা কর। তবে, তুমি পবিত্র হওয়ার আগে তাওয়াফ করবে না।"[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

সহিহ বুখারীতে আরও সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি যখন পবিত্র হয়েছেন তখন বায়তুল্লাহ্‌কে তাওয়াফ করেছেন এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ বা প্রদক্ষিণ করেছেন। এর থেকে জানা গেল যে, কোন নারী তাওয়াফ করার আগে হায়েযগ্রস্ত হলে তিনি পবিত্র হওয়ার আগে তাওয়াফ ও সাঈ করবেন না।

এ আলোচনার ভিত্তিতে আপনার স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে- পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা, এরপর তিনি বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করবেন এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করবেন। এরপর চুল কাটবেন। এর মাধ্যমে তিনি তার উমরার কর্ম সমাপ্ত করলেন। ইহরাম অবস্থায় তার হায়েয হওয়ার কারণে তাকে কোন ফিদিয়া দিতে হবে না।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

সূত্র:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

جَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا

Sisters' Forum In Islam